মেহেরপুরে মায়ের হাসি ক্লিনিকের ছবি তুলতে গিয়ে মতুর হাতে দুই সাংবাদিক লাঞ্ছিত

ক্লিনিকের ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে ক্লিনিক মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও তার ছেলে মোত্তাকিম বিল্লাহ সাফিনের হামলার শিকার হলেন মেহেরপুরের দুই সাংবাদিক।
লাঞ্ছিত সাংবাদিকরা হলেন, দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার সাংবাদিক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের গণযোগাযোগ সম্পাদক এ সিদ্দিকী শাহিন ও দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার সাংবাদিক এবং মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের দফতর সম্পাদক মাসুদ রানা।

অভিযুক্ত মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র এবং হোটেল বাজার এলাকার মৃত আব্দুর রবের মাষ্টারের ছেলে।

শুধু হামলায় নয় কেড়ে নেওয়া হয় সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহিনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে। এসময় ক্লিনিকের ভাড়াটিয়া ক্যাডাররা ঘোরাঘুরি করছিল।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মেহেরপুর কাশারিপাড়াস্থ মায়ের হাসি ক্লিনিকের বাইরে সামনের ফটোকের সাইনবোর্ড এবং ডাক্তারদের পরিচয় সংবলিত ইলেক্ট্রিক ব্যানারের ছবি তোলেন সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহিন ও মাসুদ রানা। এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও তার ছেলে সাফিন। তারা গেটের বাইরে রাস্তার উপরে দাড়িয়ে থাকা দুই সাংবাদিককে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি ও শার্টের কলার ধরে ক্লিনিকের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সাথে সাংবাদিক শাহিনের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেন মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু। এসময় হৈ চৈ এর শব্দ পেয়ে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের অন্যান্য সহকর্মীরা ছুটে এসে তাদের হাত থেকে আক্রান্ত দুই সাংবাদিককে ছিনিয়ে নেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার একদল পুলিশ এসে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।
রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ ছিনিয়ে নেওয়া মোবাইল ফোনটি মোতাচ্ছিম বিল্লাহ ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। এ ঘটনার সকল ভিডিও ফুটেজ ও ছবি

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে মেহেরপুর
জেলা প্রেসক্লাবে
সাংবাদিকরা আজ বুধবার
(২৬ জুলাই) বেলা ১১ টার সময় এক জরুরী বৈঠকে
মিলিত হন। আলোচনা হয়
উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে।
সর্ব সম্মতিক্রমে
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,
পেশাদারি দায়িত্ব
পালনের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরণের অশুভ, অপশক্তির বিরুদ্ধে সকল সাংবাদিক ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের লেখনির মাধ্যমে মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর।

এব্যাপারে দৈনিক জবাবদিহির সাংবাদিক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের গণযোগাযোগ সম্পাদক এ সিদ্দিকী শাহিন বলেন, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোবাইল দিয়ে দু/একটা ছবি তোলার পরেই মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু এসে আমার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেন। শুধু মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেননি। সে আমার কলার ধরে রাস্তা থেকে তার ক্লিনিকের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে আমার সহকর্মিরা এসে তার কাছ থেকে আমাকে মুক্ত করেন।

আক্রান্ত অপর সাংবাদিক দৈনিক আমাদের অর্থনীতির পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মাসুদ রানা বলেন, সাংবাদিকরা যেকোনো স্থানের ছবি তুলতে পারে। কিন্তু মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আমাদের সাথে যে আচরণ করেছেন সেটা কোনো সভ্য মানুষ করতে পারেনা। তার গণমাধ্যম সম্পর্কে কোনো ধারনায় নেই

এ্যবাপারে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, আমি খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলে ক্লিনিক মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার পূর্ব অভ্যাসমত আমাকেও গালাগালি শুরু করেন। আমি তাকে গালাগালি থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করলে আমার উপরেও মারমুখি হন তিনি। মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু কথায় কথায় সাংবাদিকদের চাঁদাবাজ বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বের উপর এই ন্যাক্কার জনক আচরনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং অভিযুক্ত ক্লিনিক মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও তার ছেলেসহ



ভাড়াটিয়াদের তদন্ত ও বিচার দাবি করছি। ক্লাবের সকল সদস্যদের উদ্দ্যেশ্যে তিনি বলেন শান্ত থেকে আইনি লড়াই করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

মেহেরপুর জেলা
প্রেসক্লাবের সাবেক
সাধারণ সম্পাদক, কালের
কন্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও
মেহেরপুর প্রতিদিনের
সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন
বলেন, সাংবাদিকদের
বিরুদ্ধে মেয়র মতু’র যে
আস্ফালন, স্বাধীন
সাংবাদিকতাকে হুমকীর মুখে ফেলবে। কোনো সাংবাদিক তার সাথে কথা বলতে গেলে তিনি চড়াও হন এবং সাংবাদিককে চাঁদাবাজ অখ্যায়িত করে হুমকি দিয়ে থাকেন। তার সাখে আমার মোবাইলে কথোপকথোনের একটি অডিও রেকর্ডও আছে। যেখানে সে দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার কথা বলেন এবং ৫০ টি চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলা দেওয়ার হুমকি দেন। এই অডিও রেকর্ডটি ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে এই ধরনের আচরণ অনভিপ্রেত।

দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম বলেন, ক্লিনিকের বাইরের দৃশ্য ধারণের কারনে সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীনের মোবাইল কেড়ে নেয়া ও মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দুর ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম। তিনি প্রকৃত হামলাকারীদের আইনের মাধ্যমে স্ষ্ঠুু বিচারে প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি দাবি করেন। না হলে কলম সৈনিকেরা হারাবে সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা। পেশাজীবি হিসেবে একজন সাংবাদিকের কাজই হচ্ছে সাংবাদিকতায় সহায়তা করা। মাহবুব চান্দু ও শাহীন পেশাগত সেই দায়ীত্বই পালন করছিলেন। হামলাকারীদের আটক করে আইনের আওতায় না আনা হলে আমরা মেহেরপুরের সাংবাদকরা কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই সঞ্জিব ঘোষ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে ক্লিনিক মালিক পক্ষকে নিবৃত করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ

গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, পন্সর ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এসএসসি পরিক্ষার ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস হলরুমে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম)রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিভোব দেওয়ান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার হাসনাইন করিম,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক।

এ সময় গুডনেইবারর্স এর পন্সর ১৭জন ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এসএসসি পরিক্ষার ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা।

মেহেরপুরে বাঁশ কাটতে বাধা দেওয়ায় একই পরিবারের তিন নারীকে জখম

বিবাদমান জমির বাঁশ কাটতে বাধা দেওয়ায় একই পরিবারের তিন নারীকে ধারালো দা ও বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে আপন চাচা ও চাচাত ভাই।

আহতরা হলেন, মৃত গোলাম হোসেনের স্ত্রী আন্নাতুন্নেছা, মাসুদ রানার সাবিনা ইয়াসমীন ও আব্দুল জাব্বাারের স্ত্রী গুলশানারা খাতুন।

আজ বুধবার (২৬ জুলাই) সন্ধ্যা বেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে এই মারধরের ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শরিফুল ইসলাম তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

জানা গেছে, কুলবাড়িয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম আন্নাতুন্নেছা দেবর ও ভাবি। আন্নাতুন্নেছার বাঁশবাগানের বাঁশ জোর করে কেটে নিচ্ছিলেন দেবর শফিকুল ইসলাম। বাঁশ কাটতে বাঁধা দেওয়ায় শফিকুল ইসলাম ও তার ছেলে স্বপন বাঁশ ও দা দিয়ে আন্নাতুন্নেচ্ছা ও তার দুই মেয়ে সাবিনা ইয়াসমীন ও গুলশানারাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্বক আহত করেন। সাথে সাথে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে আন্নাতুন্নেছার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান চিকিৎসক শরিফুল ইসলাম।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মারামারির ঘটনা শুনেছি। এখনো কেউ থানায় আসেনি। লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ফৌজদারিপাড়ার মৃত মহিরুদ্দীনের ছেলে নবাব শেখ (৩৫), স্টেডিয়ামপাড়ার সমসের আলীর ছেলে জিয়াউদ্দিন (৪২) ও নতুন পাড়ার আলমগীর হোসেনের ছেলে নয়ন

(২৭)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

থানা সূত্র বলেছেন, নবাব শেখের বিরুদ্ধে মামলা নং সিআর ২৪/২১, জিয়া উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা নং পারিজায় ১৫/১০ এবং নয়নের বিরুদ্ধে মামলা নং ৩৮(৭)২৩ রয়েছে। তারা তিন আসামি দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

গ্রেফতারকৃতদের বুধবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ নারী কর্মী আটক

সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করাকালিন সময়ে পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ সক্রিয় নারী কর্মী আটক হয়েছে।

আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ মুজিবনগর উপজেলার খাঁনপুর কালীতলার মোড় এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীর এই ৮ নারী কর্মীকে আটক করা হয়।
এসময় তাদের নিকট থেকে বিপুল পরিমান জিহাদী বই টাকা আদায়ের রশিদ বই উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকীর স্ত্রী জামায়াতের নারী নেত্রী রেবেকা খাতুন (৩৫), একই গ্রামের সুমন আলীর স্ত্রী জেসমিন খাতুন (৩৪), ফিরোজ আলীর স্ত্রী নাসিমা খাতুন

(৩৫), আসাদুল হকের স্ত্রী কুলছুম খাতুন (৩৮), মনোয়ার হোসেন এর স্ত্রী জুলেখা খাতুন (২১), শরিফ উদ্দীনের স্ত্রী শান্তনা খাতুন (৩২), মুকুল আলীর স্ত্রী শামসুন্নহার (৩৭), শরিফুল ইসলামের স্ত্রী সালমা খাতুন (৩১)।

মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকের বাড়িতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েক জন পালিয়ে যায়। এসময় জামায়াতের আট নারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

ওসি মেহেদী রাসেল আরও জানান, সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করছিল। যা জনগনের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী)/২০১৩ এর ৬/৭/১০ ধরায় তাদের নামে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ৮ জনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদেরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান বিভিন্ন মামলার ৩ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী

মেহেরপুর জেলায় আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে ডেঙ্গু রোগী। সরকারি হাসপাতাল গুলোতে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকলেও কমিউনিটি ট্রান্সমিশন রোধ করতে এখন চিকিৎসকরা ডেঙ্গু রোগীদের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

সিভিল সার্জন মেহেরপুরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আছে বললেও গত ১৬ দিনে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডেই ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন ১৫ জন রোগী এবং বর্তমানে ভর্তি আছেন ৫ জন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান পলাশ জানিয়েছেন, ডেঙ্গু পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি হয় সেখেত্রেও পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে।

সোমবার ২৪ জুলায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সরেজমিনে দেখা যায়, ডেঙ্গু ওয়ার্ডে বর্তমানে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন আমদহ গ্রামের মুকুল, মেহেরপুর বড় বাজারের বিশাল দত্ত, তাতি পাড়ার খন্দকার মনিরুল, জুগিন্দা গ্রামের নজরুল ইসলাম এবং গাংনী উপজেলার বাওটের কমল হোসেনের ছেলে হামজা। চিকিৎসা নিয়ে রোগীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও এক রোগীর স্বজন জানান, ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বিশেষ মেডিসিন যুক্ত সাদা মশারী তাদের দেওয়া হয়নি।

জেলাতে এই বছরে এখন পর্যন্ত মোট কতজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে। শুক্র ও শনিবার মেহেরপুরে অনেক অতিথি চিকিৎসক যত্রতত্র প্রাইভেট চেম্বারে রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, তারা যে সকল ডেঙ্গু রোগীদের

চিকিৎসা দেন সে তথ্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ পর্যন্ত পৌছায় না। এজন্য বিশেষজ্ঞরা আহবান জানিয়েছেন রোগী চিকিৎসা যেখানেই করুক না কেন, ডেঙ্গু পজিটিভ হলেই যেন নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে অবহিত করে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন,’ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে একটি ডেঙ্গু কর্নার ও একটি ডেঙ্গু ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। প্রয়োজনে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। হাসপাতালে যেকোনো জ্বরের রোগী আসলেই তাদের আগে ডেঙ্গু কর্ণারে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরে জরুরি বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে। মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গুর সকল পরীক্ষা সরকার নির্ধারিত সুলভ মুল্যে করা হচ্ছে।‘

তবে তিনি ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার বিভাগের ভুমিকাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, বিশেষ করে মেহেরপুর পৌর কর্তৃপক্ষের মশকনিধন কার্যক্রম না থাকায়।

মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন বলেন, মশক নিধন অভিযান শুরু করা হয়েছে। আজ (আগামীকাল) মঙ্গলবার থেকে আরো জোরদার করা হবে এবং সচেতনতার জন্য বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন,’ রাজধানী সহ সারা দেশের ৬৪ টি জেলাতেই থাবা পড়েছে ডেঙ্গুর। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিগত বছরগুলো তুলনায় এবার অনেক বেশি। প্রতিদিন সারাদেশেই বাড়ছে এ রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। তবে এখন পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে ভালো।‘

মুজিবনগরে মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩

এর উদ্বোধন

“নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ গড়বো সোনার বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে ভবের পাড়া মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপেজলা মৎস্য অফিসার গোলাম সরোয়ার, উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আরএমও তৌফিক আহাম্মেদ, উপজেলা সমবায় অফিসার জহুরুল আমিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুব আলম,মুজিবনগর
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ সভাপতি মহসিন আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে উপজেলার ৩জন সফল মৎস্য চাষীকে পুরস্কৃত করা হয। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্ট ফজলুল হক।

মুজিবনগরের দুই ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরের বাগোয়ান ও মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পি ডব্লিউ ডি আই রেস্ট হাউজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক মতিউর রহমান মতিনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার বাগওয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল কালাম আজাদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাসেল উদ্দীন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসরাফিল আলম পালু। উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব। মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সম্মেলন কমিটির সদস্য শাহরিয়ার আজম পরাগ, আনিসুর রহমান শুভ, রোকনুজ্জামান রোকন, মেহেদী হাসান বগা, রাব্বি,শাহঅলিউল্লাহ সোহাগ জুয়েল রানা, সুমন আহমেদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাজাহান সিরাজ দোলন, সাধারণ সম্পাদক লিংকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলীসহ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

সম্মেলনে ইশতিয়াক কে বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং সোহানুর রহমান সোহানকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।

এবং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবু নঈম ডালিম কে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং মোনাখালী ইউপি সদস্য আলাউদ্দিনকে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলন শেষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মতবিনিময় সভা করেছেন মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: শামীম হাসান।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) বিকালে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এই মতবিনিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) আব্দুল কাদির ও ডিডি এলজি শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহাবুব চান্দু, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম, যমুনা টিভির সাংবাদিক রামিজ আহসান।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, অনলাইন ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক জেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় সাংবাদিকরাও আগামীতে জেলা প্রশাসককে নিয়ে বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন।